দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশা

এ বছর থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচী নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বহুদিনের। এতদসত্ত্বেও বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তার অভাব সর্বত্র।

জেলার যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সে এলাকায় শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে। আগামী বছরগুলোতে যে সকল এলাকায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে সেসব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার বাড়তি সুযোগ সৃষ্টির জন্য কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাবে। এসব আশা করাই স্বাভাবিক। তবে আমরা উল্টো খবর পেতে শুরু করেছি। দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ তো দূরের কথা, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

পাবনা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেল, সেই জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্রমশই ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমাদের সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন, পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার হাল খুবই করুণ।

জেলার ৫৮৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০৩টিতে ৪ জন করে শিক্ষক। ৫১টিতে ৩ জন করে। ৬টি বিদ্যালয়ের কোন স্কুলভবন নেই। স্কুলগুলোর শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না। সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের তালিকার সঙ্গে প্রকৃত ছাত্রসংখ্যার কোন মিল নেই। বেড়া উপজেলায় নাকি এমন কয়েকটি স্কুল আছে যাদের কোন ছাত্রছাত্রী নেই; অথচ মাসশেষে শিক্ষকরা বেতন পান।

বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ভাঙ্গাচোরা। চেয়ার-বেঞ্চের অভাব। বন্যায় ও ঘূর্ণিঝড়ে যে সকল স্কুলের ভবন উড়ে গেছে বা ধসে গেছে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা যে পাবনা জেলায় সীমাবদ্ধ নয় তা কাউকে বলে দিতে হবে না। বর্তমান সরকার বিভিন্ন খাতে পুনর্বাসন ও মেরামতের কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের ফিরিস্তি দিয়ে থাকেন। শিক্ষাকে সর্বাধিকার দেয়ার নীতি থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মেরামত বা উন্নয়নের কোন ছোঁয়া পায় না।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থাপনার রীতিনীতিও অদ্ভুত। প্রায় বেশীর ভাগ স্কুলেই শিক্ষকের ঘাটতি। আবার বেতনভুক শিক্ষক আছেন, বিদ্যালয় ভবন নেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার 'বিদ্যালয়' থাকলেও ছাত্রছাত্রী নেই। পাবনার এই অবস্থা কি ব্যতিক্রম, না নিয়ম?

দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর রাখার জন্য নানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা আছেন। তাদের এসব কিছু অজানা থাকার কথা নয়। নানা ধরনের অদক্ষতার জন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে।

দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে যদি বর্তমানের দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করা না যায় তবে বাধ্যতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন সুদূরপরাহত। এই শুষ্ক মৌসুমে মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষক ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা বিস্তারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে হলে কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে গড়িমসি করার কোন সুযোগ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রদবদল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নজর নিয়ে এ ব্যাপারে দেখাশোনা করছেন বলেই আমাদের ধারণা। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান দৈন্যদশা সম্পর্কে আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।